অতি জরুরি
বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০১৪.০২.১৫ (অংশ-১)-০৯/১

তারিখ: ২৭ পৌষ, ১৪২৪
১০ জানুয়ারি, ২০১৮

বিষয় : গত ৩১-১২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ৩১-১২-২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-এঁর সভাপতিত্বে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ২৬ ডিসেম্বর/ ২০১৭ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির উপর এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

Rasel ১০/০১/১৮
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। যুগ্ম প্রধান/ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।**
২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২৬ ডিসেম্বর/ ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ৩১-১২-২০১৭ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা 'পরিশিষ্ট ক' -তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭৬টি (৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে ৮৫.৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দসহ মোট ৪৬৭৪.৭১ কোটি টাকা রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৩৫৭৯.৯৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৯৪.৭৫ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৭ হতে ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৬৮৪.৭৯৪৪ কোটি (জিওবি ১২৮৭.১৮৫১ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩৯৬.৮৭ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৬.০৪%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ৭০৭.৫৮৯৯ কোটি (জিওবি ৫৫০.৭৭৯৯ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ১৫৬.৬১ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ১৫.১৩%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১৭.৬৫% এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৭০%, ২৫% এবং ১৯.৫%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সময়সীমা)
১.	'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে সকল পিআইসি গঠনের জন্য নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনা করে পিআইসিসমূহ গঠনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আগামী ৪ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে জানানোর নির্দেশ প্রদান করেন।	'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের পিআইসি গঠনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (৪/১/২০১৮ এর মধ্যে)
২.	'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন/২০১৭ -তে শেষ হয়েছে এবং ঐ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন টিআরএম জুন/২০১৮ -তে শেষ হবে। কিন্তু উক্ত টিআরএম চালু রাখতে হলে শস্যের ক্ষতিপূরণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন। এজন্য প্রকল্পটির ২য় পর্যায় প্রণয়নের কাজ মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। এ অবস্থায় অনতিবিলম্বে প্রকল্প প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্যায় প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা) (যথাশীঘ্র)
৩.	ইতঃপূর্বে এডিপি পর্যালোচনা সভায় বাপাউবো-র জোনভিত্তিক ড্রেজিং/নদী খননের জন্য প্রকল্প নেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু অদ্যাবধি তা করা হয়নি। সভাপতি অনতিবিলম্বে ড্রেজিং কাজের জন্য প্রতিটি জোনের আলাদা আলাদা ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করেন।	ড্রেজিং কাজের জন্য প্রতিটি জোনের আলাদা আলাদা ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (অনতিবিলম্বে)

৪.	'চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন' শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় যে রাস্তা নির্মাণের সংস্থান রয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন প্রণয়ন ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, রাস্তার ডিজাইন পাওয়া গেছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়, বেজা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানানোর নির্দেশ প্রদান করেন।	'চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি ১৫ দিন অন্তর মন্ত্রণালয়, বেজা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানাতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (প্রতি ১৫ দিন অন্তর)
৫.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের গাড়ি ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ হতে সকল গাড়ির তালিকা ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হয়। কিন্তু বাপাউবো হতে অদ্যাবধি উক্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। সভাপতি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সকল গাড়ির তালিকা ও গাড়িগুলোর বর্তমান অবস্থা মন্ত্রণালয়কে জানানোর নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি condemnযোগ্য গাড়িসমূহকে condemn ঘোষণা করার নির্দেশ প্রদান করেন।	বাপাউবো-র সকল গাড়ির তালিকা ও গাড়িগুলোর বর্তমান অবস্থা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। পাশাপাশি condemnযোগ্য গাড়িসমূহকে condemn ঘোষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা (১৫/১/২০১৮ তারিখের মধ্যে)
৬.	'বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন/২০১৯ -এ সমাপ্ত হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায়নি। এ ছাড়া, 'বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পটির কাজও এখনো শুরু করা যায়নি। সভাপতি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ২টি প্রকল্পের কাজই ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি এই ২টি প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতির বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	'বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন' এবং 'বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতির বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন এবং বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন প্রকল্প এবং প্রকল্প পরিচালক, মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (যথাশীঘ্র)
৭.	ভোলা জেলায় বাস্তবায়নাধীন 'মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয় ও উক্ত ডিপিপি-র উপর মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ডিপিইসি সভায় তা অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়নি। সভায় আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের উদ্দেশ্যে আগামী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	ভোলা জেলায় বাস্তবায়নাধীন 'মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পটির আরডিপিপি মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিউন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১০/১/২০১৮ তারিখের মধ্যে)
৮.	'কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুড়িবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদী ড্রেজিং' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২.০০ কিমি নদী ড্রেজিং -এর সংস্থান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের অগ্রগতির ধীরগতির কারণে প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্তির বিষয়ে	'কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুড়িবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদী ড্রেজিং' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং কাজ শেষ করতে হবে এবং প্রকল্প দলিল সংশোধনপূর্বক	প্রকল্প পরিচালক, কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুড়িবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা

	সংশয় রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সভাপতি যথাসময়ে ড্রেজিং কাজ শেষ করার জন্য ড্রেজার পরিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে বিধায় প্রকল্প সংশোনপূর্বক জুন, ২০১৮ -এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির নির্দেশ প্রদান করেন।	জুন, ২০১৮ -এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।	সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদী ড্রেজিং প্রকল্প এবং প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদপ্তর, বাপাউবো (যথাশীঘ্র)
৯.	'ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গাবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। তিনি বলেন, ঠিকাদার কর্তৃক যে বালু সরবরাহ করা হয়েছে তা ০.৮০ এফএম গুণাবলিসম্পন্ন যা প্রয়োজনীয় মানের নীচে। সভাপতি এ বিষয়ে টাস্কফোর্সের সমন্বয়কের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। তা ছাড়া, প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেরও তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।	'ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গাবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গাবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (যথাসময়ে)

৪। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৫.০৩.১৮

(আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম.পি)
মন্ত্রী